দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 01 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৭

ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল এবং 'হাই ভিউয়ার্স' সংস্কৃতি

এ কে এম শাহনাওয়াজ

ব…শ কয়েক বছর আগের কথা। …সরদার ফজলুল করিম স্যার …খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে …ীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস …গ পড়াতে যেতেন। সুযোগ … মাঝে মধ্যে শিক্ষক লাউঞ্জে …র সাথে গল্প করতাম। অনেক … সমাধান খোঁজার চেষ্টা করতাম …মহান মানুষটির কাছ থেকে। …বিষয় নিয়ে অনেকদিন থেকেই …বিব্রত বোধ করছিলাম। …য়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-…বশীর পারিবারিক অনুষ্ঠানে ইংরেজীতে …পত্র বিতরণের প্রবণতা দেখে আমার এই …বোধ করা। এক বাংলাভাষী পরিবার এই …দেশে তাঁর আরেক বাংলাভাষী আত্মীয় বা … ছেলেমেয়ে বা ভাই-বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ …ছেন বিদেশী ভাষায়। বিষয়টা ভীষণ উদ্ভট আর …নজনক মনে হতো আমার কাছে। এই প্রবণতা …বাড়ছে। একবার মনে মনে শপথ নিয়েছিলাম …জী ভাষায় দাওয়াতপত্র পেলে আমি সে বিয়ে …নে যাব না। কিন্তু পারিবারিক বন্ধন ও …ষ্ঠকতার কারণে নিজের শপথ নিজে ভঙ্গ করছি …ার।

…বুকের ভেতর আটকে থাকা কষ্টের কথাটা … স্যারের কাছে বললাম। জানতে চাইলাম …দের সমাজে অর্ধশিক্ষিত শিক্ষিত সবার মধ্যে …প্রবণতা বাড়ছে কেন। সরদার স্যারের সাথে …মিশেছেন জানেন স্যার কাউকে আঘাত দিয়ে …কথা বলেন না। আমার প্রশ্নের জবাবে স্যার …ন, 'ইংরেজীতে দাওয়াতপত্র ছেপে একটি …র মানুষ নিজেদের একটি বিশেষ শ্রেণীর বলে … করতে চান। এই গোত্রে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত …ণীর মানুষই আছেন। সার্টিফিকেটে বা চিন্তায় …অর্ধশিক্ষিত অথচ অর্থবিত্তে সমৃদ্ধ তাঁরা তাঁদের …াত্য বোঝাতে প্রতীক হিসেবে ইংরেজী ভাষায় …রিক দাওয়াতপত্র মুদ্রণ করেন। আর আমাদের … বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ উচ্চ শিক্ষিত …র অনেকে নিজেদের শিক্ষার আভিজাত্য প্রকাশ … ইংরেজী ভাষায় দাওয়াতপত্র লিখতে পছন্দ …।' এ দেশের প্রায় সকল পরিবারেই এমন … আত্মীয় আছেন যাঁরা স্বচ্ছন্দে ইংরেজী …তপত্র পড়তে পারেন না। অথচ এঁরা দাওয়াত …র যোগ্য এবং দাওয়াত পানও। কিন্তু অমন … দাওয়াতপত্র পাঠের জন্য নিশ্চয় তাঁদের … দ্বারস্থ হতে হয়। জানি না এ দৃশ্য চিন্তা করে …তপত্র প্রণেতারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন কিনা। …এবং আমার মতো অনেকেই এ ধারার শিক্ষিত …দের দেখেছি বা দেখে যাচ্ছি যাঁরা কথা বলার …অনাবশ্যক হলেও দু'চারটি শব্দ বা দু'একটি …ইংরেজী বলতে পছন্দ করেন। অথচ যাঁদের …ষা ইংরেজী নয় যেমন ফরাসী, জার্মান, …, চীনা, ইরানী, ইরাকী তাঁরা নির্ভেজাল দেশী …চই কথা বলেন। জার্মানীতে জাপানের মতো …পড়তে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের ভাষা …পড়তে বা গবেষণা করতে হয়। ইতিহাস ও …্যর বিচারে এসব দেশ আমাদের অনেক পরে …র পাদপীঠে এসেছে। অনেক সংগ্রাম করে …দের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়তে হয়েছে। … ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর দাঁড়িয়ে আজ উন্নত … তকমা জড়াতে পেরেছে কপালে। অথচ … এক হীনমন্যতা গ্রাস করেছে আমাদের।

… করি, ইংল্যান্ডের এক পার্কে বসে আছি। … বেঞ্চিতে বসে খোশগল্পে মেতেছেন দুই প্রৌঢ় …। ধরা যাক তাঁরা কৈশোরে বাংলায় …লেন। ইংরেজ শাসন আমলে বাবা চাকরি …ন বাংলায়। বাংলায় থাকার সুবাদে বাংলা ভাষা আলাপচারিতায় দুই ইংরেজ মাঝে মধ্যে বাংলা শব্দ বা বাংলা বাক্য ব্যাহার করে কথা বলছেন। বিষয়টি কেমন কৌতুকপ্রদ হবে তা অনুমান করা যায়। আসলে ইংরেজীকে আদর্শ ধরে মিশ্র ভাষার ব্যবহার এককালের ব্রিটিশশাসিত ভারত উপমহাদেশের দেশগুলোতে যত আছে অন্য কোথাও তেমনটি নেই। এই মানসিকতার সাথে পূর্বপুরুষদের দীর্ঘদিন ইংরেজ তাঁবেদারির একটি মানসিক সম্পর্ক রয়েছে। নিজের ভাষা এবং অন্য ভাষা শিক্ষা একটি ইতিবাচক কাজ। বিশ্বায়নের এই যুগে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। এ সত্যও মানতে হবে যে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এক ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারণা বা আবেগ ইংরেজী চর্চা থেকে প্রজন্মকে অনেকটা সরিয়ে এনেছিল। এর কিছু বিরূপ প্রভাবও পড়েছে।

ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের পরিবারগুলোর মধ্যে বিদেশমুখিতা এবং সামাজিক আভিজাত্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির এক উগ্র মানসিকতার ফসল হিসেবে ইংরেজী মাধ্যম স্কুল গড়ে উঠতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এবং মূল ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার কারণে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে হাতেগোণা কয়েকটি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিলে বাকি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশকে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বলাই ভাল। আমি একটি নামী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে মনে হয়েছে এক ধরনের 'কমিউনিকেটিভ' ইংরেজী চর্চা করে শিক্ষার্থীরা স্কুল কলেজ পার করছে। এরা চমৎকার দৃষ্টি এবং শ্রুতি আকর্ষী ইংরেজী বলতে পারে। কিন্তু লেখায় তেমন সাহিত্যিক মানসম্পন্ন বাক্য এবং ওজস্বী শব্দ থাকে না। ব্যাকরণের শুদ্ধ অশুদ্ধের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। তার চেয়ে সনাতন ধারার বাংলা মাধ্যম নামী স্কুল কলেজ থেকে আসা শিক্ষার্থীদের বলার না হলেও ইংরেজী লেখার মান অনেক ভাল। ইংরেজি বলাটাতো অভ্যাসের মধ্যদিয়ে রপ্ত হয়ে যায়।" আমার এক গ্রাম সম্পর্কীয় ভাইয়ের সঙ্গে পাস এই ভাইটি দীর্ঘদিন সৌদি আরবে আছে। সেখানে এক ইউরোপীয় কোম্পানিতে কাজ করে। সাহেবদের সাথে তার কাজ। অবাক হয়ে দেখলাম সে চমৎকার ইংরেজী বলছে।

কিন্তু যে পদ্ধতিতে এখন ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলোতে পড়ানো হচ্ছে তাতে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বেরুনো শিক্ষার্থীদের না ঘরকা না ঘাটকা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আমার এক আত্মীয়ের ছেলে ক্লাশ থ্রিতে ধানমণ্ডি অঞ্চলের এক নামী ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে পড়ে। তার কয়েকটি সংলাপ বলছি; 'জানো, টুয়েন্টি ফিফথে আমাদের এক্‌জাম শুরু হবে।' 'আমাদের হিস্ট্রি বইতে ইন্ডিয়ান মনুমেন্টের কথা আছে ইজিপ্টের পিরামিডও আছে তবে বাংলাদেশের কোন মনুমেন্ট নেই।' অথবা কোন প্রশ্নের জবাবে বলে 'আমাদের কোন টিচার নেই সব মিসরা পড়ান'। আমি এই শিক্ষার্থীর মাকে দেখেছি বাসায় ছেলের সাথে কথা বলছে এমন সংলাপে; 'বাবা আজকে চিকেন নেই ফিস দিয়েই ভাত খেতে হবে।'

> আমার এক আত্মীয়ের ছেলে ক্লাশ থ্রিতে ধানমণ্ডি অঞ্চলের এক নামী ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে পড়ে। তার কয়েকটি সংলাপ বলছি; 'জানো, টুয়েন্টি ফিফথে আমাদের এক্‌জাম শুরু হবে।' 'আমাদের হিস্ট্রি বইতে ইন্ডিয়ান মনুমেন্টের কথা আছে ইজিপ্টের পিরামিডও আছে তবে বাংলাদেশের কোন মনুমেন্ট নেই।' অথবা কোন প্রশ্নের জবাবে বলে 'আমাদের কোন টিচার নেই সব মিসরা পড়ান'। আমি এই শিক্ষার্থীর মাকে দেখেছি বাসায় ছেলের সাথে কথা বলছে এমন সংলাপে; 'বাবা আজকে চিকেন নেই ফিস দিয়েই ভাত খেতে হবে

এভাবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে প্রজন্মের একটি অংশ। স্বাভাবিকভাবেই দেশের প্রতি ভালবাসার জায়গাটি তাদের শক্ত হচ্ছে না। তাদের গর্বিত বাবা মা ভেবে দেখছেন না সন্তান বনেদি সাহেব না হয়ে ফিরিঙ্গি হয়ে যাচ্ছে। মূল স্রোত বিচ্ছিন্ন হলে দেশান্তরী হয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যেতে পারে তবে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যেতে হবে দেশের মাটিতে। দেশের শিক্ষা নিয়ে যাঁরা ভাবছেন, নীতি নির্ধারণ যাঁরা করছেন তাদের ভাবতে হবে এই বারো রকমের শিক্ষা পদ্ধতি কি চলতে থাকবে না মূল ধারার স্কুল কলেজের পাঠক্রমে সংস্কার এনে ইংরেজি শিক্ষাকে আরেকটু জোরালো করতে হবে।

কিন্তু প্রজন্মকে নিজের সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন করার সব আয়োজন তো আমরা সবাই মিলেই করছি। অনেক টিভি চ্যানেলেই দেখছি তরুণদের জন্য কিছু অনুষ্ঠান করছে। জগা খিচুড়ি ভাষায় উপস্থাপক তরুণ তরুণীরা হাত পা নাড়িয়ে উপস্থাপন করে যাচ্ছেন। এরা 'প্রিয় দর্শক' কথাটি বলছেন না তার বদলে পাশ্চাত্যের বিকৃত উচ্চারণ ও ভঙ্গিতে বলছেন 'হাই

বিকৃত হলেও …
চান। নতুন প্রজ…
দায়িত্ব আর এখ…
গা ভাসিয়ে দি…
পারিবারিক নিম…
আত্ম অহঙ্কার …
শিক্ষা হচ্ছে কি…
পড়িয়ে আভিজা…
মিডিয়ার পরিক…
ঢুকিয়ে আধুনিক…
বলতে দ্বিধা নে…
সাংস্কৃতিক ঐতি…
খোঁজ রাখেন …
চর্যাপদ চর্চার …
দিয়েছিলেন। …
পৃষ্ঠপোষকতা …
পরিপূর্ণ জায়গা…
শতকে ডাচ মি…
বিদ্যাসাগরের …
বাংলা গদ্য …
গৌরবজনক ঐ…
ভাষার দাবিতে …
উজ্জ্বল ঐতিহ্য …
হচ্ছে বলেই …
মানতেই হবে …
শক্ত হয় না। …
রাজনৈতিক ও …
দেশপ্রেম। …
যারা এদেশে …
পড়ানোর মধ্যদি…
যোগ্য করে …
ভিউয়ার্স' সংস্কৃ…
করে তুলছেন …
দৃঢ়মূল প্রথিত …
থাকতে পারে ন…
মনভূমিতে ঘৃণ…
ঢুকেছে দুর্নীতি …
প্রজন্ম। এদের …
মশাল। বিশ্বের …
পেরিয়ে অনেক…
সঞ্জীবনীতে উদ্ভ…
হয়ে মহৎ কিছু …
প্রজন্মকে মৌলি…
বিচ্ছিন্ন করিয়ে …
দেয়ার হাত থে…
এবং আন্তর্জাতি…
যাওয়ার শক্তি …
সাংস্কৃতিক ধারা…
এই শক্তির …
সংস্কৃতি-বিচ্ছিন্ন …
ইংরেজীপ্রেমী …
নীতিনির্ধারক …
নিয়ন্ত্রকরা। …
দেশের প্রতি দা…
সম্মিলিতভাবে অ…
সম্পর্কে। ইতিহ…
ইতিহাস আমাদে…
আমরা অবশ্যই …
ধরে শক্ত পায়ে …

…ানো যাচ্ছে যে- …
…রে তারিখ হতে ১ …
…৩/০৮খ্রিঃ তারিখ …
…র্তার দপ্তরসহ ঢাকা …
…বং ঐ দিনই বেলা …
…া হবে। প্রস্তাবিত …
… সিডিউল ব্যাংক …
… বিস্তারিত বিবরণ …
…ন্য চালান পাশ …
… আঞ্চলিক নির্বাহী …
… চালানের কপি দর…
… ব্যতিরেকে যে …
লোক-প্রশা…
…ভার, ঢাকা-…
৪৮১
…ত্র বি…
বাংলাদেশ …
১৩/২০০৭-…
ক্রমিক ১৪ …
কেন্দ্রের রাজ…
সহকারী পরি…
এর দপ্তর …
অত্র বিজ্ঞপ্তি …
১৭/০৩/২০…
১৮/০৩/২০…
কেন্দ্রের পরি…
লোক প্রশাস…
পরিচালক (…
ঢাকা, ১৮/০…
নিম্নোক্ত কাজে…
…লের … টেন্ডা…
সিকিউরি…
…যোগ্য) … পরিম…
(টাকা…
৩,০০০…